ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1158-1164
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.334

বাংলাভাষার প্রথম সার্থক কল্পবিজ্ঞানকাহিনি: একটি পর্যালোচনা

অমৃতেন্দু রায়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The establishment of Hindu School and Hindu College in 1817, followed by Calcutta Medical College in 1835 and the University of Calcutta in 1857, paved the way for the Bengali Renaissance to flourish through scientific temperament and rationalism. Following the 1818 publication of Mary Shelley's 'Frankenstein; or, The Modern Prometheus', world literature grew increasingly interested in science fiction, with that novel being recognized as the pioneer of the genre in the modern era. Similarly, when the question arises as to which is the first science fiction story written by a Bengali in the Bengali language, one encounters diverging opinions. Confusion persists over whether the title belongs to Jagadish Chandra Bose's 'NiruddesherKahini' published in 1896; Hemlal Dutta's 'Rahasya' published in the magazine 'Vigyan-Darpan' in 1882; or Jagadananda Roy's 'Shukra-Bhraman'. This essay attempts to resolve these contradictions and establish the historical truth in detail.

Keyword: Science Fiction, Bengali Language, Bengali Literature, Science, Scientific Technolog

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনকে যেভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনাকাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, সেইভাবে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-স্কুল এবং হিন্দু-কলেজের স্থাপনাকেও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালি চেতনার নবজাগরণের উন্মেষ পর্বের সূত্রপাত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ক্রমে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্থাপনা ও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরে বাঙালির নবজাগরণ বিজ্ঞান-চেতনা এবং যুক্তিবাদ দ্বারা পরিপূর্ণ বিকাশের পথে সমৃদ্ধ হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মেরী শেলি (Mary Shelley) রচিত 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ওর দা মর্ডান প্রমেথিউস' (FRANKENSTEIN or THE MODERN PROMETHEUS) উপন্যাস প্রকাশের পর বিশ্বসাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান রচনা সম্পর্কে একটি আগ্রহের জায়গা তৈরি হয়, অনেকেই এই উপন্যাসকে আধুনিক যুগের কল্পবিজ্ঞান শাখার অগ্রদূত হিসাবে মান্য করে থাকেন। অনুরূপে বাঙালি রচিত বাংলাসাহিত্যের প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞানকাহিনি কোনটি? সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বেশ কিছু বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। অনেকেই মনে করেন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামক গল্পসংগ্রহে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' রচনাটি প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞানকাহিনি। আবার কারোর মতে, ১৮৮২

খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হেমলাল দত্তের 'রহস্য' রচনাটি এই শিরোপার প্রকৃত দাবিদার। অনেকে আবার জগদানন্দ রায়ের 'শুক্র-ভ্রমণ' রচনাটিকে প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিস্তারিত আলোচনা এবং যুক্তির মাধ্যমে এই বিভ্রান্তি দূর করে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা কি? সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে, কোন জাতীয় রচনাকে কল্পবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয় সেই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত প্রয়োজনীয়। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য প্রকরণ' গ্রন্থে ছোটোগল্পের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন, বিষয় অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করতে হলে দুটি বিভাগ হয়। প্রথমত, ব্যক্তির নিজের সমস্যার বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যার বিশ্লেষণ। তবে এই দুটি ভাগ ছাড়াও আরও অনেক ধরণের ছোটোগল্প লেখা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীশচন্দ্র দাশের লেখা 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থের কথা বলেছেন যেখানে তিনি ছোটোগল্পকে ১৫ টি ভাগে বিভক্ত করেছেন, তার মধ্যে নয় নম্বর ভাগে তিনি বিজ্ঞাননির্ভর এক শ্রেণির ছোটোগল্পের কথা বলেছেন—

> "নয়।। বিজ্ঞাননির্ভর: এই জাতীয় গল্পকে ইংরেজিতে বলে সায়েন্স-ফিকশন। বিজ্ঞানের কোনও প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অবলম্বন করে সুস্থ কল্পনার দ্বারা এরকম গল্প লেখা হয়। উদ্ভট গল্পেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি কোনোরকম আনুগত্য সেসব গল্পে থাকে না। এইচ. জি. ওয়েলস ও জুলে ভার্নের গল্প এই জাতীয় গল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ যুগের লেখকদের মধ্যে আইজ্যাক অ্যাসিমভ এবং আর্থার সি ক্লার্কের নাম করা যেতে পারে। বাংলায় বিজ্ঞাননির্ভর গল্প খুব কম, যা আছে তার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য শুধু বিজ্ঞাননির্ভর গল্পই রচনা করেছেন।"[১]

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান লেখক অনীশ দেব তাঁর সম্পাদিত 'সেরা কল্পবিজ্ঞান' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে এই বিষয়ে বলেছেন—

> "কল্পবিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে দেখা গেছে, প্রায় সবক'টি সংজ্ঞার মূল চাবিকাঠি একই। কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকবে। থাকবে অজানা সম্ভাব্য জগতের কথা, প্রাণীর কথা, আর আগামী দিনের কথা। তবে এত সত্ত্বেও কল্পবিজ্ঞানের বহুমুখী বিচিত্র জগৎকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব নয়।"[২]

অর্থাৎ, কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মধ্যে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকবে যা সেই কাহিনির গতিকে নিয়ন্ত্রিত হবে। এই বিজ্ঞানের প্রসঙ্গটি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন গল্পে তার উপস্থিতি অবশ্যক, এই প্রসঙ্গ ব্যতীত কোনও রচনা কল্পবিজ্ঞান কাহিনির তকমা লাভ করতে পারে না।

আলোচ্য বিষয়ে প্রথম যে রচনাটির প্রসঙ্গ আসবে সেটি হল, হিন্দু কলেজের (অধুনা প্রেসিডেন্সী) ছাত্র কৈলাস চন্দ্রের ইংরেজি ভাষায় লেখা— 'আ জার্নাল অব ফর্টি-এইট আওয়ারস অব দ্য ইয়ার নাইন্টিন ফর্টি ফাইভ' (A Journal of Forty-Eight Hours of the Year 1945)। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুন 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট' (Calcutta Literary Gazette) পত্রিকায় প্রকাশিত এই কাহিনিতে দেখা যায়— তৎকালীন ইংরেজ বড়লাট লর্ড ফেল বুচারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভুবনমোহন নামক এক ছাত্রের

নেতৃত্বে, ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, পঁচিশজন ব্রিটিশ সেনা ও ছয়জন ভারতীয়ের মৃত্যুর পরে সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে।

এই কাহিনিতে Probable future বা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি প্রকাশ পেয়েছে, এই বিকল্প ভবিষ্যৎ ধারাটি কল্পবিজ্ঞানের একটি শাখারূপে স্বীকৃত। ফলে, এই যুক্তি অনুসারে প্রথম বাঙালি কল্পবিজ্ঞান রচয়িতার শিরোপাটি কৈলাস চন্দ্র দত্তের প্রাপ্য। এর প্রায় এক দশক পরে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মে, 'স্যাটারডে ইভিনিং হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় একই পরিবারের সদস্য শশীচন্দ্র দত্তের রচনা 'দ্য রিপাবলিক অব ওড়িশা: আ পেজ ফ্রম দি অ্যানালস অব দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' (THE REPUBLIC OF ORISSA; A PAGE FROM THE ANNALS OF THE TWENTIETH CENTURY)। এই গল্পে দেখা গেছে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশা রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সংঘর্ষ ঘটে, এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাবাহিনী পরাজিত হলে সেরাজ্যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং স্বাধীন ওড়িশা প্রজাতন্ত্রের সূচনা হয়। নবজাগরণের চেতনায় বিকশিত দুই বাঙালি যুবকের ইংরেজি ভাষায় এই সুদূর ভবিষ্যৎ কাহিনি রচনার প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই। তবে এই দুইটি কাহিনিকে বাঙালি রচিত প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা আখ্যা না দেওয়াই শ্রেয়। কারণ ভবিষ্যতের কথা বলা হলেও এই গল্পদুটির মধ্যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক আবেদন অধিকমাত্রায় উপস্থিত, বিজ্ঞানের কোনও প্রসঙ্গ এতে নেই। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের কথাও উল্লেখযোগ্য। যেখানে লেখক মুঘল রাজকন্যা জাহানারার সঙ্গে মারাঠি রাজা শিবাজীর প্রেমকাহিনি বর্ণনা করেছেন। পরিচিত ইতিহাসে ঘটনাকে ভিন্নভাবে নতুন করে উপস্থাপনা করার বিষয়টিকে Alternate History বা বিকল্প ইতিহাস বলা হলেও এটি কল্পবিজ্ঞানের একটি উপশাখা রূপে পরিচিত। পরবর্তীকালে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'এডুকেশন গেজেট' (Education Gazette) পত্রিকায় 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ করেন। যেখানে বিকল্প ইতিহাসের বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়েছে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে, সে গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল যদি অন্যরকম হত তাহলে কি হত এই ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তা নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন, পরে সেই স্বপ্নগুলিকে একত্রিত করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। আলোচ্য চারটি রচনাগুলিকে কল্পবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভিক প্রচেষ্টারূপে স্বীকৃতি দেওয়া গেলেও, এদের মধ্যে বিজ্ঞানের কোনও সরাসরি সম্পর্ক বা কোনও রকমের বৈজ্ঞানিক আবেদন লক্ষ করা যায় না। ফলে লেখাগুলি কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য নয়।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ছাড়াও উন্নততর প্রযুক্তির সঙ্গেও ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ও ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাম চালু হয়, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া থেকে হুগলি অবধি প্রথম ট্রেন চালু হয়, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্যাসের আলো এবং ১৮৭৯ নাগাদ প্রথম বিদ্যুতের সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রযুক্তির এহেন অভূতপূর্ব উন্নতি সমাজকে যেমন প্রভাবিত করেছিল তেমনই সাহিত্যে তার প্রতিফলন লক্ষিত হয়েছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'বিজ্ঞান-দর্পণ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হেমলাল দত্তের 'রহস্য' গল্পের মধ্যে এই উন্নত প্রযুক্তির একটি ছবিই দেখতে পাওয়া যায়। এই গল্পে দেখা যায়— প্রধান চরিত্র নগেন্দ্র বিলেতে গিয়ে তার এক বন্ধু হার্ভির বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়। সেই বাড়িতে গিয়ে নগেন্দ্র স্বয়ংক্রিয় ডোরবেল, বার্গার অ্যালার্ম, কোট থেকে ধুলো ঝাড়ার স্বয়ংক্রিয় মেশিনসহ আরও অনেক যন্ত্রের সম্মুখীন হয় এবং বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা লাভ করে। কল্পবিজ্ঞান গবেষক ও লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ এই রচনাটিকে প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> "১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২-তে) 'শ্রী যোগেন্দ্র-নাথ সাধু কর্তৃক জোড়াসাঁকো ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত ও 'সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে মুদ্রিত হেমলাল দত্ত রচিত 'রহস্য' গল্পটি শুধু প্রাচীনত্বেই নয়, বিষয়গৌরবে ও লিপিকুশলতায় একাধারে বাংলা এস.এপথ-এর প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শন। 'একদা বিজ্ঞান আমাকে অজ্ঞান বাঙালি পাইয়া কিরূপ দুর্গতি করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শুনিয়া আপনাকে কাঁদিতে হইবে।'– প্রথম পরিচ্ছেদে লন্ডন প্রবাসী নগেন্দ্রের এই উক্তি সত্ত্বেও এটি হাস্যরসাত্মক কাহিনী। শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক উন্মাদনা কমে আসার পর জীবনযাত্রার অতিযান্ত্রিকীকরণের উৎপাত নিয়ে হিথ রোবিনসনের উদ্ভট কলকব্জার বিচিত্র দৃশ্য জগতেরই যেন সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি এই গল্পটি। গ্যালভানিক ব্যাটারি ও বহু যন্ত্রকৌশল সমৃদ্ধ সাহেব বন্ধু 'হার্বি'-র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ভরপুর বাড়িতে এক দিনের অতিথি এই বঙ্গ-সন্তানের ভুল করে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধাকে তার শয্যাসঙ্গী হিসাবে আমন্ত্রণ এবং বহু বিঘ্ন পার হয়ে অব্যাহতি লাভের এই সরস ও উপভোগ্য কাহিনীর মধ্যে নিহিত কটাক্ষ অসতর্ক পাঠকের পক্ষেও লক্ষ না ক'রে উপায় নেই।"[৩]

সমগ্র গল্পটির মধ্যে বিজ্ঞানের বদলে প্রবল হাস্যরসের আবেদনই অধিক লক্ষিত হয়ে থাকে। পূর্বে উল্লেখিত কল্পবিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাটিকে সামনে রেখে রচনাটিকে বিচার করলে দেখা যায়, এই কাহিনিতে বিজ্ঞান ও উন্নত যন্ত্রের প্রভূত বর্ণনা থাকলেও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির কল্পনা এতে অনুপস্থিত। কারণ এই গল্পে যে সকল যন্ত্রের উল্লেখ আছে তৎকালীন যুগে সেগুলির আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং বিদেশে তখন সেগুলির যথেষ্ট প্রচলন ছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনীশ দেব তাঁর 'ইউ এফ ও' প্রবন্ধে এই কাহিনি সম্পর্কে বলেছেন—

> "রহস্য গল্পটি পড়ার পর সিদ্ধার্থের সঙ্গে একমত হওয়া মুশকিল...গল্পটি যে কোনভাবেই কল্পবিজ্ঞানের শ্রেণিতে পড়তে পারে না, তার আরও একটা কারণ হল, গল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি কোনোটাই কাল্পনিক বা ফিউচারিস্টিক নয়। ঠিক একই কারণে চার্লি চ্যাপলিনের মর্ডান টাইমস সিনেমাটি সায়েন্স ফিকশন সিনেমার শ্রেণিতে পড়ে না। বহু গল্প-উপন্যাসে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি কল্পবিজ্ঞান নয়"[৪]

ফলে 'রহস্য' রচনাটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি যথার্থ কল্পবিজ্ঞান নয়। এবার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রচনা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' প্রসঙ্গে এলে জানা যায়, এই রচনাটি কুন্তলীন প্রতিযোগিতায়[1] প্রথম স্থান অর্জন করে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামক গল্পসংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' শিরোনামের সঙ্গে সাব-টাইটেল যুক্ত করেছিলেন 'বৈজ্ঞানিক-রহস্য'-এই দুটি শব্দ। সায়েন্সের সঙ্গে ফিকশন অথবা ফ্যান্টাসিকে যুক্ত করে সায়েন্স ফিকশন (Science Fiction) অথবা সায়েন্স ফ্যান্টাসি (Science Fantasy) এই শব্দবন্ধগুলির ইংরেজি ভাষায় আবির্ভাবের বহু পূর্বেই তিনি সচেতনভাবে বাংলাকে এই পরিভাষা উপহার দিয়েছেন। কাহিনিটি দুটি অংশে বিভাজিত, প্রথম অংশে দেখা যায়— কলকাতায় একটি প্রবল ঘূর্ণি ঝড়ের পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোনও এক অজানা কারণে সেটি হয় না, ভুল সতর্কতা প্রকাশ করার জন্য সরকারী আবহাওয়া দফতরকে প্রবল জনরোষের সম্মুখীন হতে হয়। দ্বিতীয় অংশে কথক

[1] কুন্তলীন প্রতিযোগিতা- বাঙালি শিল্পপতি হেমেন্দ্রমোহন বসু ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নিজের 'কুন্তলীন' কেশতেল এবং এসেন্স 'দেলখোস'এই দুটি দ্রব্য প্রচারের জন্য একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন, শর্ত ছিল গল্পের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে এমনভাবে এই দুই দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির প্রসঙ্গ নিয়ে আসতে হবে যাতে তা যেন বিজ্ঞাপন বলে মনে না হয়।

জানান যে— তিনি ডাক্তারের নির্দেশে চিকিৎসার কারণে জাহাজে করে ২৮ তারিখ লঙ্কার দিকে যাত্রা করেছিলেন, ১ তারিখ মাঝ সমুদ্রে জাহাজের সবাই প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি হলে তিনি এক শিশি কুন্তল-কেশরী নামক গন্ধতেল সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, তারপর সেই তেলের পৃষ্ঠটানের[2] (Surface Tension) প্রভাবে সমুদ্রের ঢেউ কমে যায় আর সব যাত্রী আসন্ন সাইক্লোনের কবল থেকে রক্ষা পায়। ঘটনাটি এইরূপ—

> "বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল...অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ তখন টলমল করিতেছিল। উপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে। আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া 'কুন্তল-কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণপরেই সূর্য দেখা দিল। এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই ...কত সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের প্রভাবে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?"[৫]

নিদারুণ হাস্যরসের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে সৃষ্টি করা জগদীশচন্দ্র বসুর এই কল্প-কাহিনিটি তাঁর প্রথম এবং শেষ ছোটগল্প। এক শিশি তেল ঢেলে একটি সামুদ্রিক ঝড়কে থামানো সম্ভব কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় হলেও কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞাটিকে সামনে রেখে, কাহিনির নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিজ্ঞানের ভূমিকাটি লক্ষ করলেই রচনাটিকে কল্পবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায়। প্রায় পঁচিশ বছর পরে লেখক 'অব্যক্ত' (১৯২১) নামক সংকলনগ্রন্থে এই কাহিনিটির খানিক পরিমার্জনা করে 'পলাতক তুফান' নাম দিয়ে পুনরায় প্রকাশ করেন। অনীশ দেব এই গল্পটিকে প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনার মর্যাদা দিয়েছেন—

> "বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণী ভূমিকার এই মৌলিক শর্তটি প্রয়োগ করে বাংলাভাষায় কল্পবিজ্ঞানের সূচনা ১৮৯৬ সালে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কলমে। কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তাঁর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' গল্পটি।"[৬]

এবার জগদানন্দ রায়ের 'শুক্র-ভ্রমণ' কাহিনি প্রসঙ্গে জানা যায়, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের 'প্রাকৃতিকী' গ্রন্থে এই রচনাটি প্রথমবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই গ্রন্থের নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন যে—

> "নানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী হইতে কতকগুলিকে লইয়া 'প্রাকৃতিকী' রচিত হইল; ইহাতে কয়েকটি অপ্রকাশিত নূতন প্রবন্ধও স্থান পাইয়াছে। 'শুক্রভ্রমণ' প্রভৃতি দুই তিনটি প্রবন্ধ প্রায় বাইশ বৎসর পুর্ব্বের রছনা; তখন সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করিয়াছি মাত্র।"[৭]

লেখকের বক্তব্য অনুসারে বাইশ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি এই কাহিনিটি রচনা করেছেন এবং তা সেই সময়ের কোনও একটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু কবে এবং কোথায় প্রকাশ পেয়েছিল সেই সম্পর্কে তিনি কোনও তথ্য প্রদান করেন নি। পরবর্তী সময়ে কোনও গবেষকও সেই

---

[2] **পৃষ্ঠটান** –একটি কাঁচদণ্ড জলে ডুবিয়ে তুলে আনলে দেখা যায় কিছু জল দণ্ডের গায়ে লেগে আছে, কারণ জলের ফোঁটার পৃষ্ঠতলে বল ক্রিয়া করে যা তরলের একটি বিশেষ ধর্ম, একেই পৃষ্ঠটান বলে।

তথ্য উদ্ধার করতে পারেন নি, উপরন্তু কাহিনিতে শুক্রগ্রহ ও তার বাসিন্দাদের বর্ণনা থাকার কারণে অনেকেরই ধারণা হয় এটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক এইচ. জি. ওয়েলসের (H.G. Wells) ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্ল্ডস' (War of The Worlds) রচনাটি থেকে অনুপ্রাণিত। এহেন অবস্থায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'-কেই প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনা আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু কিছু বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জানা যায় যে, তাঁর এই গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর বাংলার কল্পবিজ্ঞান প্রকাশনা সংস্থা কল্পবিশ্ব নিজস্ব উদ্যোগে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোসিটারি থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকার উনিশতম বর্ষের দুটি সংখ্যা উদ্ধার করে, যেখানে এই গল্পটির প্রকাশের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

'শুক্র-ভ্রমণ'-এর কাহিনিটি হল—গল্পের কথক ও তাঁর বন্ধু শুক্র গ্রহের বিষয়ে কথা বলতে বলতে আচমকা সেখানে হাজির হয়ে যান, তারপর তাদের সঙ্গে সেখানকার অধিবাসীদের দেখা হয়, শুক্রের অন্ধকার অংশে কিছুদিন কাটানোর পর তারা গ্রহের আলোকময় অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। পথে মানুষের মতো দেখতে জীবদের কাছে তারা জানতে পারেন আলোকিত শুক্রের বাসিন্দারা পৃথিবীর থেকে বহুগুণে উন্নত। শেষে কথকের ঘুম ভেঙে যায় এবং তিনি আবিষ্কার করেন সবটাই একটা স্বপ্ন ছিল। জগদানন্দ শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর রচিত 'পপুলার সায়েন্স' গ্রন্থমালা বেশ বিখ্যাত ছিল। ফলে কাহিনিটি স্বপ্ন-দর্শন হলেও একজন বিজ্ঞান সচেতন মানুষ হিসাবে লেখক শুক্র গ্রহের পরিবেশের বর্ণনা, সেখানকার অধিবাসী জীবদের দৈহিক গঠন ইত্যাদির যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জগদানন্দের বর্ণনা অনুসারে— সেখানকার বাসিন্দাদের দেহ ঘন কালো লোমে আবৃত ছিল, তাদের মাথাটি দেহের তুলনায় বড় ছিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ছিল দীর্ঘ নখযুক্ত এবং তারা ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন । এছাড়াও গ্রহের আকাশের বর্ণনা, অন্ধকার অংশের বাসিন্দাদের আফ্রিকার মতো বনমানুষজাতীয় জীব আর আলোকিত অংশের অধিবাসীদের পাশ্চাত্যের ন্যায় উন্নত প্রজাতি হিসাবে উপস্থাপন করা, গ্রহের বাসস্থান এবং খাদ্যের বিকল্প উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে লক্ষ করলে এই রচনাটিকে নিঃসন্দেহে কল্পবিজ্ঞান রচনার শ্রেণিভুক্ত করা যায়।

অতঃপর যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সিধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'-কে অনীশ দেবসহ বহু গবেষক ও লেখক বাংলাভাষায় রচিত প্রথম কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মর্যাদা দিলেও সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত প্রমাণের নিরিখে দেখা যাচ্ছে 'শুক্র-ভ্রমণ' আলোচ্য গল্পের একবছর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। উভয় কাহিনিকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংজ্ঞা অনুসারে কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসাবে 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'-এর চেয়ে 'শুক্র-ভ্রমণ' কোনও অংশেই কম নয় বরং কিছু ক্ষেত্রে তা আরও এগিয়ে আছে। কাজেই বাংলার প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসাবে 'শুক্র-ভ্রমণ' এবং প্রথম লেখক হিসাবে জগদানন্দ রায়কে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হয়।

তথ্যসূত্র:

১) চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। সাহিত্য প্রকরণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, সেপ্টেম্বর ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৬৭।
২) দেব, অনীশ, সম্পাদনা। সেরা কল্পবিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে। আনন্দ পাবলিশার্স, ১ আগস্ট, ১৯৯১, কলকাতা।

৩) ঘোষ, সিদ্ধার্থ। "সায়েন্স ফিকশন একটি পরিভাষার জন্ম।" কল্পবিশ্ব, https://kalpabiswa.com/article/সায়েন্স-ফিকশন-সিদ্ধার্থ-ঘোষ। প্রবেশের তারিখ ৩ মার্চ, ২০২৬।

৪) চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য, সম্পাদনা। ইউএফও, প্রতিদিন রোববার, প্রতিদিন প্রকাশনী, ১৯ অক্টোবর, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৬।

৫) দেব, অনীশ, সম্পাদনা। সেরা কল্পবিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে। আনন্দ পাবলিশার্স, ১ আগস্ট, ১৯৯১, কলকাতা, পৃ. ১৫।

৬) তদেব, কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে।

৭) বাগ, সন্তু ও ঘোষ, দীপ সম্পাদনা। কল্পবিজ্ঞান প্রবন্ধ সংগ্রহ। কল্পবিশ্ব পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২৩, কলকাতা, পৃ.৭০।